মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকার নিন্দা জানাই

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে। গণহত্যা চলছে সেখানে। সুদূর বাংলাদেশের মানুষও এর প্রতিবাদে সরব। অথচ প্যালেস্টাইনের আশপাশের তথাকথিত মুসলিম দেশগুলো নীরব। শুধুই কি নীরব? মনে আছে, সৌদি আরব বলেছিল, ইরানে হামলা করতে ইসরায়েল তার আকাশপথ ব্যবহার করতে পারবে। ইসলাম ও কোরআনের জন্মস্থান সৌদি আরব! কিন্তু সেই দেশটির এই গণহত্যার প্রতিবাদে কোনো ভূমিকা নেই। শব্দ নেই। শুধু ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর এই রহস্যময় নীরবতার প্রতিবাদেও সোচ্চার হন।

সেলিম সোলায়মান
শিবপুর, নরসিংদী

'সেইরাম' বিস্মিত

মাত্র কয়েকদিন আগে যমুনা টেলিভিশন একটি অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান প্রচার করে। অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল– 'সেইরাম' অর্থাৎ একটি মোবাইল কোম্পানিকে নিয়ে। অনুষ্ঠানজুড়ে কোম্পানির বিভিন্ন 'দুর্নীতি ও অনিয়ম' তুলে ধরা হয়। এটি ছিল এ টু জেড সচিত্র সমালোচনা। এর কয়েকদিন পর একই টিভিতে দেখলাম যমুনা-বাম্বা ঈদ কনসার্ট। দেখে বিস্মিত হলাম, পুরো আয়োজনের স্পন্সর ওই টেলিফোন কোম্পানি! কনসার্ট শেষে স্পন্সরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেনি যমুনা টিভি কর্তৃপক্ষ! এর গোপন রহস্য কী?

শাহরিয়ার রুম্মন
কচুয়া, চাঁদপুর

চকচক করলেই ফল হয় না

চকচক করলে সোনা হয় না। এখন বলতে হয় চকচক করলেই ফল হয় না। তাই বাধ্য হয়েই ফল খাব না বলে সিদ্ধান্ত নিতে হলো। আমি আর আমার স্ত্রী হয়তো তারপরও ফল খেতাম; কিন্তু তিন বছরের ছেলের জন্যই ঘরে ফল আনা বন্ধ করতে হলো। এমন সিদ্ধান্ত হয়তো আরো অনেকে নিয়েছেন। সবাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে দেশের ফল ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিপর্যয় ঠেকাতে ফরমালিন ও অন্যান্য কেমিক্যাল মিশ্রিত ফল উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

নিবারণ চক্রবর্তী
বাসাবো, ঢাকা

ভালো ছবি নির্বাচন জরুরি

মোটা টাকার অফার পেলে চুক্তি করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, গল্প বা চিত্রনাট্য না পড়েই ছবি করতে একপায়ে খাড়া হবেন, নিজের ইমেজ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না; কিন্তু তর্কের বেলায় নিজেকে বিদেশি অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করবেন! এই হলো আমার বাংলাদেশি নায়ক-নায়িকা! ভালো ছবির মাধ্যমে অভিনয়ে উৎকর্ষ আসে, একই সঙ্গে অভিনয়শিল্পীর ইমেজও তৈরি হয়। ভালো ছবি বুঝতে পারাও অভিনয়শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক।

কানিজ ফাতেমা মুন্নি
পোস্তগোলা, ঢাকা

জ্ঞান ও শিল্পকলা

'মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির মতো মুক্তি' না দিলে জ্ঞানের বন্ধ্যত্ব ঘুচবে না, জ্ঞানের বন্ধ্যত্ব না ঘুচলে শিল্পের অমৃত মিলবে না। শিল্পী না হওয়ার বিকল্প আছে, কিন্তু বিদ্বান বা জ্ঞানী না হওয়ার বিকল্প নেই। আগে জ্ঞান, পরে শিল্পের ধ্যান। আপনার জ্ঞানের রাজ্যে শিল্পকলা হবে মাথার উপরের আকাশ। কিন্তু জ্ঞানহীন শিল্পকলা মাথার বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্ঞানের দীনতায় শিল্পের ঐশ্বর্য বড় বেমানান।

আরজু রহমান
উত্তরা, ঢাকা

গাজায় শান্তি ও নোবেল

এবারের গাজা-উত্তেজনা হয়তো আবারো কোনো এক সুযোগসন্ধানী ব্যক্তির জন্য আসমানের চাঁদ বয়ে আনবে। গাজায় তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে তিনি এক সময় নোবেল পাবেন। সেই ব্যক্তিটি মার্কিনি অথবা ইসরায়েলি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। লাশের সারি যত দীর্ঘ হবে, নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে। কিন্তু শান্তি আসবে কবে? কবে বন্ধ হবে এই গণহত্যা?

জুম্মন সরকার
শ্যামপুর, ঢাকা

'প্রিয়া তুমি সুখী হও' নিয়ে প্রতিক্রিয়া

ঈদের দিন চ্যানেল আইয়ে 'প্রিয়া তুমি সুখী হও' সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে। বিষয় : গরিব ঘরের ছেলে জমিদারের মেয়েকে ভালবাসে... আশা করি, তার পরের গল্প আর কাউকে বলে দিতে হবে না। অভিনয় এক কথায় জঘন্য, বিশেষ করে নায়িকা ও কাবাব মে হাড্ডির (নায়িকা যাকে ভালবাসে না, কিন্তু যে নায়িকাকে জোর করে বিয়ে করতে চায়)। ছবির পরিচালক রাধাকৃষ্ণ-দেবদাস-জিনা স্রেফ মেরে লিয়ে কাহিনীর প্লাস্টিক সার্জারি করে সিনেমার নামে এই বিশ্রী সিনেমাই তৈরি করেছেন।

আমিন সোলেইমান
গাবতলী, ঢাকা

'হাতি যেতে দেখে না, মশা মারে'

নামি-দামি ফ্যাশন হাউস বা ফার্নিচার কোম্পানির আউটলেটগুলো আজকাল কমপক্ষে ৫তলা বিশিষ্ট ভবন ছাড়া হয় না। কিন্তু বেশির ভাগেরই পার্কিং লট নেই। থাকলেও সেখানে ক্রেতাদের গাড়ির জায়গা হয় না। ফলে গাড়িগুলো রাস্তা ও ফুটপাথে পড়ে থাকে। রোজার মাসের বাড়তি যানজটে এই গাড়িগুলো গোদের উপর ফোঁড়া হিসেবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ বা ভ্রাম্যমাণ আদালত কখনই বড় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। রাস্তার পাশে কোনো দিনমজুর আলুর চপ ও বেগুনি বানাতে বেসনের সঙ্গে রঙ মেলাচ্ছে কিনা

স্ন্যাপশট | শাঁপলা চত্বর

ছবি : অনীক ইসলাম জাকী, *মুগদাপাড়া, ঢাকা*

তা সামলাতেই তারা ব্যস্ত।
ফাল্গুনী কবীর
নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

তারা কোথায়?

গাজা নিয়ে অনেক দেশ কুমিরের কান্না কাঁদছে। এত যখন দরদ তখন কিছু কর! কমপক্ষে এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে জাতিসংঘ নামক অথর্ব প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নাও! শান্তিতে নোবেল বাগিয়েছেন যারা তারা কোথায়! তাদের কণ্ঠের তো গ্রহণযোগ্যতা আছে। তারা কেন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করতে পারছেন না? তারা কেন তাদের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছেন না!
সুমন আনোয়ার
কাপাসিয়া, গাজীপুর

বাঁচতে চাই

আমরা পালনকর্তার ইচ্ছায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত নারী। ব্যাটারি কিংবা চার্জ ছাড়াই চলতে, বলতে, দেখতে, শুনতে ও বুঝতে পারি। মননে রঙিন স্বপ্ন বুনতে পারি। চিন্তায়-কল্পনায় নীল জগতে ডুব দিতে পারি। আমরা মা-বোনের জাতি। সৃষ্টিগতভাবে সম্মানের অধিকারী। অন্য কিছু নয়, শুধু মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।
জান্নাতুল ফেরদাউস
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

গুণগত পরিবর্তন চাই

স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও আমাদের স্বপ্নগুলো বদলালো না। ৩০ লাখ শহীদ আর ২ লাখ মা-বোনের নির্যাতন-নিপীড়ন ও ধর্ষণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আবারো খামচে ধরেছে পুরনো শকুন। বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল এ দেশটি হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা, যেখানে থাকবে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, মেধার মূল্যায়ন; যেখানে থাকবে না রাজনৈতিক সংঘাত, দমন-পীড়ন, সন্ত্রাসী লালন, জঙ্গিবাদ। কিন্তু বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীনতা কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি, বরং মুক্তিযুদ্ধ এখন বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের রাজনীতি যেন অর্ধেক মানবিক, অর্ধেক পাশবিক; এর ওপরের দিকে ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আর এর নিচের দিকে আছে জঙ্গিবাদ, দমন-পীড়ন, সন্ত্রাসী লালন। ফলে কোনো গুণগত পরিবর্তন আসছে না রাজনীতিতে।
মো. কামরুল হাসান
বাকৃবি, ময়মনসিংহ

গণমানুষের কবি ও কথাশিল্পী

গণমানুষের কবি ও কথাসাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য চলে গেলেন। জীবন্ত কিংবদন্তি কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পাঠক হিসেবে আমার প্রথম পরিচয় তার 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়' কবিতার মধ্য দিয়ে। কবিতাটি শতবার পড়েছি, এখনো পড়ি। যতবার পড়ি ততবারই আন্দোলিত হই, উজ্জীবিত হই। মনে আছে, তার পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'হারবার্ট' পড়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম। এই কথাশিল্পী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝে।
শাহনূর বেবী
মতলব, চাঁদপুর

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বনাম বাল্যবিবাহ

আমাদের দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। যার ফলে গ্রামের অধিকাংশ কিশোরী ১৫ বছরের মধ্যেই অর্থাৎ কৈশোর পার হওয়ার আগেই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। আর এই বাল্যবিবাহে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত বয়স বাড়ানো জন্মসনদগুলো সহযোগিতা করছে। সচেতনতার লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন 'স্বর্ণ কিশোরী প্রকল্প'কে গ্রামেগঞ্জে বাস্তবায়ন করা।
দীপালী মণ্ডল
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

জাবিতে অমানবিক হয়রানি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা নবাগত শিক্ষার্থীদের ভয়ানক হয়রানি করে। তাদের ইচ্ছেমতো চলতে বাধ্য করে। ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে যতবার দেখা হয় ততবার সালাম দিতে হয়। তারা নির্দেশনা জারি করেছে, প্রথম ছয় মাস কোনো নবাগত শিক্ষার্থীর বই ধরা নিষেধ। নবাগতদের রাত ৩টার আগে ঘুমাতে দেয়া হয় না। মাঠের মধ্যে বিভিন্ন 'ট্রেনিং' দেয়া হয়। তাদের কথার অবাধ্য হলে কান ধরে দাঁড়িয়ে রাখা হয়, পুকুরের মধ্যে নামতে বাধ্য করা হয়। এভাবেই চলছে ছাত্রলীগের স্বেচ্ছাচারিতা।
মো. নাজমুল ইসলাম
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিএনপির কাছে প্রত্যাশা

গুম, অপহরণ ও খুনের মতো ঘটনা নিয়ে দেশ যখন আতঙ্কিত, দেশের মানুষ যখন সন্ত্রস্ত তখন বিএনপি নির্বাচনী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। দেশের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কী করা যায় তা নিয়ে ভাবুন। দলকে নিয়ে নয়, দেশ ও দশকে নিয়ে ভাবুন। এখন কথায় কথায় নির্বাচন ও ভাষণ দেয়ার সময় নয়। এখন সময় দেশের গুম, অপহরণ ও খুনের দায়ে অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর।
করুণাময় চক্রবর্তী
চিড়াকান্দি, হবিগঞ্জ

আমাদের পচে যাওয়া...

প্রতিদিন কত কিছু পচে যায়। কিন্তু আমাদের পচে যাচ্ছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না আমাদের এই পচন। এই জীবনে অনেক প্রিয় মানুষকে পচতে দেখেছি। এ দেশে মুক্তিযোদ্ধারা পচে যায়, শিক্ষাবিদরা পচে যায়, পচে যায় মহাজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন প্রতিনিধিকে যখন সামান্য রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে পচে যেতে দেখি, তখন কষ্ট পাই, হতাশ হই। কোনো তরুণ প্রগতিশীলকর্মী, যাকে দেশের লাখ লাখ তরুণ বা শিক্ষার্থী অনুসরণ করেন, যার ওপর বিশ্বাস বা ভরসা রাখেন, তার পচে যাওয়া যদি মেনে নিতে হয়, তখন এও মেনে নিতে হয়– পচে যাওয়াটাই আমাদের সংস্কৃতি।
ফারজানা কবীর স্নিগ্ধা
কোলন, জার্মানি

সমর্থনযোগ্য নয়

তসলিমা নাসরিনের লেখাকে আমি কখনই পাঁচ তারকা দিতে পারিনি। তার গদ্য আমার কাছে তেমন উঁচু দরেরও মনে হয় না। লেখার বিষয়বস্তু নিয়েও আমার অনেক প্রশ্ন ও অভিযোগ রয়েছে। তবে তার অনেক চিন্তা ও বিশ্বাসকে সমর্থনও করি। তাছাড়া মানুষ তসলিমা নাসরিনের জন্য কষ্টও পাই। তার ভারতে স্থায়ীভাবে থাকার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হিন্দুবাদী মোদি সরকার। একজন মানুষের মাতৃভূমিতে থাকার অধিকার নেই। কোনো আদালত নিষেধাজ্ঞাও জারি করেনি। মাতৃভূমিতে থাকার বৈধ অধিকার তো হরণ হয়েছেই– এবার মাতৃভূমির গা ঘেঁষে থাকার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলো। বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়। যদিও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তসলিমাকে আশ্বস্ত করেছেন।
আবুল কালাম সরদার
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ

চাই শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শক

একটি ছবির সার্থকতা বিচারে অন্তত দুজন মানুষের প্রয়োজন। একজন শিল্পী, আরেকজন দর্শক। একটি শিল্পকর্ম সার্থক হয় উভয়ের উপস্থিতিতে। তাছাড়া উভয়কেই শিল্পবোদ্ধা হতে হয়। একজন শিল্পী যেমন নিজের শিল্পকর্মকে অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখেন, একজন দর্শকেরও শিল্পকর্ম অনুভব করার যোগ্যতা থাকতে হবে। ন্যূনতম শিল্পজ্ঞানহীন দর্শকের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সময় মহান শিল্পকর্ম আলোর মুখ দেখতে পায় না শুধুমাত্র বোদ্ধা দর্শকের অভাবে।
মু. শামীম সাদাত
রমনা, ঢাকা

পাঠক ফোরামে লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা
পাঠক ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল : info.shaptahik2000@gmail.com